২৫-০৭-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভক্তদেরকে তাদের ভক্তির ফল দিতে স্বয়ং ভোলানাথ বাবা এসেছেন, ভক্তদের অগম-নিগমের (আসা-যাওয়ার) রহস্যগুলিকে শুনিয়ে মুক্তি ও জীবন-মুক্তির অবিনাশী আর্শীর্ব্বাদী-বর্সা দানের লক্ষ্যে"

প্রশ্ন :- আগামী ২১-জন্ম রাজ্য-ভাগ্য পদ লাভ করে- কোন্ কোন্ বাচ্চারা ? আর প্রজা পদে যায় কারা ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা বাবার প্রকৃত সন্তান হয়ে বাবার প্রতি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে, তারাই রাজ্য-ভাগ্য পদ লাভ করে। আর যারা বৈমাত্রেয় স্বভাবের হয়, নিজেকে সমর্পণ করে না, তারা আগামী ২১-জন্ম প্রজার পদে যায়। অতএব তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজেদের যোগবলের সাহায্যে সেই রাজ্য-ভাগ্য পদের তিলক শীঘ্র নিয়ে নাও। এতে কিন্তু কোনও প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নই নেই। কেবল তোমাদেরকে মায়াজীৎ-জগৎজীত হতে হবে, বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা।

গীত :- ভোলানাথের মতন অনুপম
. আর কেউই যে নয় .....!

ওঁম্ শান্তি! দেখো, ভক্তদের রক্ষাকর্তা স্বয়ং কি বলছেন ! নিশ্চয় তবে কোনও ভক্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি যে ভক্তদেরও রক্ষাকর্তা। কিন্তু কাদের রক্ষা করেন তিনি ? যারা ফাঁদে পড়ে ফেঁসে যায়, সেইসব ভক্তদের রক্ষক এই শিববাবা। ভক্তের ভক্তির ফল তো অবশ্যই দিতে হবে। যেহেতু ভক্তির জন্যেও তো তাদেরকে পুরুষার্থ করতে হয়। অবিনাশী নিয়মে প্রত্যেকেই তার নিজের পুরুষার্থের প্রালব্ধ অবশ্যই পায়। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় পুরুষার্থ করাবার যে কেউ হোন না কেন, সেও তো আসুরী সম্প্রদায়েরই হবে। বাস্তবে পুরুষার্থের প্রেরণাদানকারী তেমন উপযুক্ত কেউ হওয়া উচিত। তেমন প্রকৃত পুরুষার্থ করাতে পারেন এক ও একমাত্র এই ভোলানাথ বাবা। জাগতিক লৌকিক মা, বাবা, শিক্ষক, এনারা কেবল সীমিত জগত-সংসারের পুরুষার্থই করাতে পারেন। কিন্তু এমন কেউই নেই জগতে, যিনি অসীম-বেহদের জ্ঞান শেখাতে পারেন। যদিও তেমন পঠন-পাঠনের পুরুষার্থের দ্বারা এজন্মে অনেকেই বড় বড় জজ- ব্যারিস্টার হতে পারে, কিন্তু পরের জন্মে তা তাদের আর কাজে আসে না। আবার তাদেরকে নতুন করে সেসব পড়াশোনার পুরুষার্থ করতে হয়। এমনও নয় যে, আবারও তারা সেই জজ-ব্যারিস্টারই হবে। যেহেতু তাদের সেই পুরুষার্থের কোনও প্রালব্ধ জমা হয় না। জাগতিক 'গুরু'-রা লোকেদের যে শিক্ষা দেয়, কিম্বা শাস্ত্রাদির মাধ্যমে যা কিছু জানতে পারে, তাতে কেবল অল্প কালের সুখ পাওয়া যায়। তার দ্বারা ভবিষ্যতের কোনও প্রালব্ধ হয় না। তাই পরের জন্মে আবার তাদের গুরু করতে হয়। কিন্তু এই ভোলানাথ হলেন 'সদগুরু'। একমাত্র এই সদগুরুই সর্বদা সত্য বলেন। তিনি এসেই তোমাদের সেই সত্যকথা শোনান। একমাত্র এই সদগুরুর শ্রীমতের দ্বারাই মুক্তি - জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। যে শ্রীমতে সাধারণ 'নর' (মানুষ) থেকে নারায়ণ (দেবতা) হওয়া যায়। সেই ভোলানাথ তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে আগম-নিগম, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার আর কেউই মুক্তিধাম, জীবনমুক্তিধাম (স্বর্গ-রাজ্য)-র বিষয়টা জানেই না। একমাত্র তা জানেন মুক্তিধামের মালিক পরমপিতা পরমাত্মা। যেহেতু তিনি স্বয়ং পরমধাম নিবাসী। বাচ্চারা, এখন তোমরা সে দিশা

জেনেছো। বাবাও বার বার তোমাদের বুঝিয়েছেন, তোমাদের এই বাবা একদিকে যেমন বাবা, অন্যদিকে শিক্ষক, তেমনি আবার সদগুরুও বটে। কৃষ্ণ যদি ভগবানই হতেন, তবে কি সে কেবল বাঁশিই বাজাতেন ? কেবলমাত্র এই কাজটুকুই করতেন ? কই শ্রীকৃষ্ণকে তো কেউ বাবা-শিক্ষক ও সদগুরু বলে না। এখন বাবা যেখানে তোমাদেরকে সেই সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন, তবে এখন সেই মিথ্যা দিশার পথ ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

বাচ্চারা, এই গুরু গুরু ভজনা শুরু হয় দ্বাপর থেকে। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে গুরু-গোঁসাই-এর কোনও ব্যাপারই নেই। এখানকার মাতা গুরুরা জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে, তোমাদের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করান, তাই সেক্ষেত্রে এখনে তো অন্য গুরুর কোনও দরকারই নেই। "বাচ্চারা, এখন দেখো, শ্রীমতের মাধ্যমে তোমাদের আমি কত সুন্দর দিশা দেখাচ্ছি। সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাবা বলছেন - "তোমরা তোমাদের ৫-বিকারকে জয় করে শ্রীকৃষ্ণের সমান দেবতা হও।" বাবা আরও জানাচ্ছেন- শ্রীকৃষ্ণও মায়াজীত হয়ে জগৎজীত অর্থাৎ জগতের প্রথম রাজকুমার হয়েছেন। (শ্রীকৃষ্ণের চিত্রকে হাতে তুলে দেখিয়ে বোঝাচ্ছেন)। কন্যারা অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমারীরা, একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই জানো যে, বর্তমানে তোমরা এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে। অতএব, অবশ্যই মায়াজীত-জগতজীত হতেই হবে তোমাদের। যেমন কৃষ্ণ, পরবর্তীতে যে নারায়ণ হন, তারপর রাজধানীর বাকীরা সবাই তারই সাথে অবশ্যই সেই বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে তো আসবেই মায়াকে পরাজিত করার লক্ষ্যে। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তিম জন্মে যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই তিনি (ব্রহ্মাবাবা) এখনও এই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। বাচ্চারা, তোমরাও কিন্তু এখন সেই যুদ্ধের ময়দানে। তাই, ৫-বিকারকে জয় করে তোমাদেরও তা হতেই হবে। আর একেই বলা হয় নারায়ণী নেশা। তোমাদের অবশ্যই মায়াজীত-জগতজীত হতেই হবে। যা খুবই সহজ-সরল কথা। দ্রোপদী কিন্তু কোনও একজন নয়। বর্তমান সময়ে সব মাতারাই দ্রোপদী। সত্যযুগে এদের সবাইকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচান এই বাবা। যেহেতু সত্যযুগে কোনও প্রকারের কাম-বিকারের বালাই নেই। ফলে তারা হয়ত জানতে চাইবে, তবে বাচ্চার জন্ম হবে কিভাবে ? -- সত্যযুগ তো পবিত্র দুনিয়া। যেমন জাগতিক সন্ন্যাসীরা ঘর-পরিবার ছেড়ে চলে গেলে, তাতে কি আর দুনিয়াদারী শেষ হয়ে যায় ? উল্টে দুনিয়ার বৃদ্ধিই তো হয়েই চলেছে। সন্ন্যাসীরা জানে যে, পবিত্রতার গুণ ও শক্তিই সবচাইতে বড় গুণ ও শক্তি। কাম-বিকারের সন্ন্যাস হলো সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাস। যারা এই কাম-বিকার থেকে সন্ন্যাস নেয়, বিকারী লোকেরা তাদের তাদের পায়ে মাথা ঠুকে, তাদেরকে গুরুর মার্যদা দেয়। তেমনি এই প্রকৃত সদগুরুর শিক্ষায় এই মাতারাও গুরুর মার্যদা পায়। আর তাই তাদেরই বিজয়-মালা বানানো হয়।

এবার বাবা বলছেন - ওহে বাচ্চারা, তোমরা মনোযোগ সহকারে এই শ্রীমতের পাঠ পড়ে, নিজেদের ভাগ্য ও পদের অধিকারী হও। সেই লক্ষ্যেই বাবা তোমাদেরকে এই যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন - যাতে তোমরাও কৃষ্ণর মতন রাজ্য-ভাগ্য পদের অধিকারী হতে পারো। সমগ্র বিশ্বেই যার রাজত্ব। আর সেই রাজত্বে অবশ্যই রাজকুমারেরা ও রাজকুমারীরাও থাকবে। বর্তমান শাষণ ব্যবস্থায় রাজা-মহারাজা বা রাজকুমার-রাজকুমারী বলার মতন কেউ এমন নেই। কিন্তু তোমরা এখন বাবার দৈবী-মত (শ্রীমত) পাচ্ছো। মাতারাও এখন জ্ঞান-কলস পেয়েছো। তাই তো কন্যারা সেই জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে অসুরদেরও দেবতা বানানোর সেবায় ব্যস্ত। আর দেবতারা নিশ্চয় জরাজীর্ণ এই পুরোনো দুনিয়ায় রাজত্ব করবে না। তাই নতুন দুনিয়ার রচনাও শুরু হয়েছে। অতএব বাচ্চারা, এখন

খুব তাড়াতাড়ি পুরোনো সংস্কার বদল করতে হবে তোমাদের। যার প্রথমটি হলো - কাম-বিকারের বন্ধন, দ্বিতীয়টি হলো - কর্মবন্ধন। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, অবশ্যই শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তাই বাবা বলছেন- অশরীরী ভাবে এসে ওনাকে স্মরণ করতে। তবে, এমনটা মোটেই হয় না যে, আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে এক হয়ে যায়। আবার এমনও হয় না এক জ্যোতি অন্য জ্যোতির সাথে মিশে যায়। আর না তো একে অপরের সাথে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আত্মা যদি আত্মার সাথে মিশেই যেত, তবে তো জড় বস্তুই হয়ে যেত। বাস্তবে আত্মা হলো অবিনাশী (যার ক্ষয় নেই, লয় নেই, একে কাটা যায় না, পোঁড়ানো যায় না)! এদিকে শরীর কিন্তু বিনাশী। আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ স্থাপন হলেই আত্মা পবিত্র হয়। আর আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র হয়। তোমাদের আত্মা পবিত্র হলে, আত্মা তখনই এই জরাজীর্ণ শরীর ত্যাগ করবে। তারপর সেই আত্মার জন্য পবিত্র তত্ত্বের শরীর হবে। বর্তমান দুনিয়ার কোনও শরীরধারীই পূজো করার উপযুক্ত নয়। তাই তো পূজ্য হয় কেবল দেবতারাই। আর ফুল নিবেদন করা হয় কেবল দেবতাদের উদ্দেশ্যেই। তাদেরকেই শ্রী শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর বলা হয়। কিন্তু এই শ্রী শ্রী দুবার কেন বলা হয় ? যেহেতু সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ পর্যায়ের, তাদের আত্মা আর শরীর উভয়ই সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তাদেরকে বলা হয় ১৬-কলা সম্পূর্ণ। আর চন্দ্রবংশীরা ১৪-কলা। তাই তাদেরকে কেবলমাত্র শ্রী (১-বার) বলা হয়। একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণরাই এই উচ্চ পদবীর অধিকারী। যেমন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী শ্রী নারায়ণ। ওনারা হলেন, মহারাজা-মহারাণী। আর রাম-সীতা হলেন রাজা-রাণী। এইভাবে যার যার ক্রমিক নম্বর অনুসারে যে যেমন পদের অধিকারী হয়, তার পদবীও তেমন তেমন হয়। এখানেও যেমন হয় মহারাজারা আর রাজারা। গুরুত্বপূর্ণ বড় রাজাদের মহারাজা বলা হয়। অন্যান্য রাজারা নতশির হয়ে প্রণাম জানায় সেই মহারাজার কাছে। যেহেতু মহারাজার স্থান সর্বাগ্রে। তারপরে রাজার স্থান। সুতরাং এবার তোমরা এই শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে শুরু করো। শ্রী শ্রী জগত-গুরু, একমাত্র তার নিমিত্তেই রুদ্র-মালা থাকে, কারণ তিনি যে সমগ্র জগতের মালিক। একাধারে উনি যেমন শিক্ষক তেমনি আবার গুরুও বটে। অতএব এমন বাবাকে স্মরণ তো করতেই হয়। অর্থ কিছু না বুঝেই, লোকেরা কেবল "তোতা-কাহিনী"-র মতন বলতে থাকে- ভগবান আমাদেরকে বন্ধনমুক্ত কর, অথচ তারা নিজেরাই তো বন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস করে না। তখন ভগবানও জানান- "আরে, তোমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার কারণেই তো আমার আসা। তোমরা কেবল আমার হাত ধরো।" সুতরাং বাচ্চারা, ভগবান স্বয়ং যা বলছেন, তোমরা তাই কর। যার প্রথম শর্ত হলো - পবিত্রতা ধারণ করা। যেহেতু বর্তামান জগৎ-টা তো এখন একটা কবরখানায় পরিণত হয়েছে। তবে আর কেন এই জগতের প্রতি এত টান, এত মোহ। যদিও এখন এখানেই থাকতে হবে তোমাদের, কিন্তু বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রাখতে হবে সেখানে। যাকে বলা হয় 'শান্তিধাম' ও সুখধাম - স্মরণের যোগ সেখানেই লাগাতে হবে। তার সাথে হতে হবে নষ্টমোহা। একমাত্র তিনিই তোমাদের (আত্মাদের) পতি। যিনি সব পতিদের পতি। সব পিতাদের পিতা - পরমপিতা। সকল গুরুদের গুরু - সদগুরু। শ্রীকৃষ্ণের মতন হবার জন্য, পুরুষার্থের পরিশ্রম তো করতেই হবে। কল্প পূর্বেও এই তোমরাই তেমন পুরুষার্থ করেছিলে বলেই তো সত্যযুগে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। যে স্থাপনা কার্য এখন আবার চলছে। অতএব পবিত্র তোমাদের হতেই হবে। (লৌকিক) পতিকে অবশ্যই সেবা করবে, কিন্তু নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে। পবিত্র হতে না পারলে, বৈকুন্ঠের অধিকারী হতে পারবে না যে। বাচ্চারা, বাবা এসেছেন তোমাদের স্বর্গবাসীর মতন করে গড়ে তুলতে। পতিতদের পবিত্র বানাবার কারিগর এক ও একমাত্র এই বাবা। এই বাবা-ই যে সমগ্র জগতের মালিক।

কন্যারা, তোমরাই এই জ্ঞান-ধনের দ্বারা মানবকে দেবতা বানাও। এটাই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের আলোতে তোমাদের বুদ্ধি এখন কত স্বচ্ছ। যা অন্যদের এই জ্ঞান জানা নেই। তাইতো তারা এদিক-ওদিক দোরে দোরে ঘুরে ফেরে, মাথা ঠোকে আর ধাক্কা খেতে থাকে। আর এখানে বাবা তোমাদের কত সুন্দর সাইলেন্সে বসিয়ে রাখে। বাবা তো এমনও বলেন, যদিও তুমি মরণের দোর-গোড়াতেও থাকো, তবুও বসে এই জ্ঞান শোনো। তাতেও তোমাদের মুখে জ্ঞান-অমৃতের ধারা বইবে। এমন কি শরীর থেকে প্রাণ বেরোতে-বেরোতেও শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। তোমাদের অন্তিম চিন্তাই তোমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে। আর তা না করতে পারলে, না তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর না পারবে মোহজীত হতে। হেলায় ভক্তির ফল থেকে বঞ্চিত হবে। দুনিয়াতে যত ভক্ত আছে, সবাই মায়ার বন্ধনের জালে ফেঁসে আছে। সবারই রক্ষাকর্তা ভোলানাথ শিববাবা। তাই উনি যখন এসেছেন তোমাদের রক্ষা করতে, ওনার আদেশানুসারেই তোমাদের চলা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের কুলে যেতে হবে যে তোমাদের। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি পুরো নম্বর পেয়ে পাশ করে। অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ। সূর্যবংশের পর যখন চন্দ্রবংশের সময় আসে, সাধারণ ভাবেই চন্দ্রবংশীরা তারা নিজেদের অধীনে সেই রাজ্যপাট পেয়ে যায়। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা যেখানে, সেখানে তোমরাই বা ফেল করা বাচ্চা কেন হবে ? অতএব পুরো নম্বর পেয়ে ফুল পাশের লক্ষ্যে তেমন পুরুষার্থ করো। এখানে ভয়ের কোনও কারণ নেই। নির্ভয়-নির্বের (শত্রুহীন) হতে হবে যে। অন্যদেরকেও তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। যারা বলে যে, ভগবান সর্বব্যাপী - তারাই আজকের এই ভারতের এমন দুর্দশা করেছে। ভগবান তো কেবল একজনই, যিনি ভোলানাথ। যিনি সকল ভক্তদের রক্ষাকর্তা। যে কৃষ্ণ একদিন পূজ্য ছিলেন, আজ তিনিই পূজারী। কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই দুনিয়াতেই আছে। এবার অন্ততঃ কিছু বোঝার চেষ্টা কর। এ যে বিশাল বড় লটারী। ঘোড়-দৌড়ের মতন। তোমাদেরও দৌড়াতে হবে বুদ্ধিযোগের মাধ্যমে। যত জোরে দৌড়াতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি বাবার নিকট পৌঁছাতে পারবে। আর ততই বিকর্মও বিনাশ হবে। বাবা তো বার-বার বোঝাচ্ছেন, তোমরা সবাই এখন এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। মানুষেরা হয়ত বলবে, যুদ্ধের ময়দানে যখন বলছো, সেক্ষেত্রে তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কোথায় - যার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে জয় করবে তেমরা ? (বাবা তা অভিনয় করে দেখালেন)। তেমরা বলবে- তোমরা তোমাদের বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা মায়াজীত-জগতজীত হতে চলেছো। আরও জানাবে, তোমরা তা পারো, যোগে বসে শিববাবাকে স্মরণের মাধ্যমে। যেহেতু বুদ্ধির যোগও তার সাথে যুক্ত থাকে বলে। সকল পতিদের পতি স্বয়ং যেখানে বলছেন - কন্যাদের পতিব্রতা হতে, কিন্তু স্মরণ তাদের করবে না। এইভাবে (বানার সাথে) যোগযুক্ত হতে হতে পরিপক্ক অবস্থায় আসতে হবে। যেমন ভাবে কন্যারা তাদের পতিদের স্মরণ করে থাকে। যদিও তা দেহধারীকেই স্মরণ করে। কিন্তু পরমাত্মা তো অশরীরী, তাই কেবলমাত্র বুদ্ধিতে ওনাকে রেখে স্মরণের যোগ করতে হবে। এইভাবেই দেহ-অভিমানী ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দেহী-অভিমানী হতে পারবে। বুদ্ধিতে সর্বদা স্ব-দর্শণচক্র ঘোরাতে হবে। এতেই তোমরা তোমাদের আপন ধাম স্বর্গধামে অনায়াসেই পৌঁছতে পারবে। তারপর তোমাদের হতে হবে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ও বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী। (পরের কল্পে) আবারও বাবা এসে তোমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাবেন। এভাবে নিজেই নিজের সাথে বার্তালাপ করতে থাকবে।

কোনও কোনও বাচ্চা বাগানে গিয়েও পড়াশোনা করতে থাকে। তেমনি তোমরাও কোনও একান্ত নিরিবিলি স্থানে বসে শিববাবাকে স্মরণ করতে পারো। যেহেতু তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। তাতে তোমাদের পুরোনো হিসেব-নিকেশ চুকে যাবে, তবেই তো রাজ্য-ভাগ্যের পদ লাভ করে

শান্তিতে রাজত্ব করতে পারবে। এরপর এই ভারতেই তোমরা অটল-অখণ্ড, সুখ-শান্তির রাজত্ব করবে। তাই তো তোমরাও তা বলো -" উই আর এ্যট ওয়ার"..... অর্থাৎ তোমরা সবাই এক বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। যা সম্পূর্ণরূপে যোগবলের বিষয়। এতে কারও কোনও কষ্টও হয় না। কেবলমাত্র বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয়। তারপর তো অটোমেটিকেলি রাজ্য-ভাগ্যের তিলক লেগে যাবেই। তার সাথে সাথে বরদানের প্রাপ্তিও ঘটে - আয়ুষ্মান ভবঃ, পুত্রবান ভবঃ ..... । সেখানে তো অফুরন্ত ধন-সম্পদ। সন্তান প্রাপ্তির পূর্বেই সাক্ষ্যাৎকার হয়ে যায় সে সবের। সেখানকার প্রেম-ভালবাসা যা কেবল মুখের কথাতেই। কাম-বিকারের কোনও প্রশ্নই নেই। যেহেতু তা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই বুঝতে পারবে- কি অপূর্ব সৌম্যদর্শন! তোমাদেরও তেমনি হতে হবে। কন্যাদের হতে হবে পটরাণী (ছবির মতন সুন্দর)। মীরা তো কেবল ভক্তির ভজন করতো, তাই ভগবানকে সে আর পায়নি। যেহেতু সেটা ছিল ভক্তি-মার্গ। সেই মীরাও এখন এই দুনিয়ার কোথাও না কোথাও তো আছে। সেও এখন এই জ্ঞান অবশ্যই গ্রহণ করে থাকবে, যদিও তার প্রেমে প্রকৃত ভক্তিই ছিল। তোমরাও তো সেই দ্বাপর থেকে এ পর্যন্ত ভক্তিই করে আসছো। বুদ্ধির দ্বারা নিজের মধ্যে এসব অনুধাবন করতে হবে- শিববাবা আমি তো প্রকৃতই তোমার সন্তান। সুতরাং বাবার উত্তরসূরি বাচ্চা হয়ে, সেই অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পুরোপুরিই নিতে হবে। অতএব মনে-প্রাণে এইবার (১-বার) সম্পূর্ণরূপে বাবার প্রতি সমর্পিত (বলিহার) হয়ে যাও। দেখবে, বাবাও তোমার প্রতি ২১-বার বলিহার হবেন। আর যদি বলিহার না হও, তবে তো বৈমাত্রেয় স্বভাবেরই হয়ে গেলে, ফলে ২১-বার প্রজা পদেই আসতে হবে। আবারও তাই বাবা জানাচ্ছেন - বাচ্চারা, যদি তোমরা কেবল আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো, আমিও তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করবো। নিজের বাচ্চাকে সাহায্য তো করতেই হবে, যেহেতু বি.কে. বাচ্চারা যে বাবার প্রকৃত বাচ্চা। তাই বলে সবাইকে তো আর তা করা যায় না। আচ্ছা!

মাতা-পিতা, বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত! ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়াকে জয় করে আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণের মতন জগৎজীত হতে হবে। এই বিশেষ যুদ্ধের ময়দানে সদা বিজয়ী হতে হবে, কিছুতেই যেন হার মানবো না।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে বিকারের বন্ধন আর কর্ম-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। অশরীরী হবার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। বুদ্ধি-যোগের দৌড় প্রতিযোগীতার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- ব্যালেন্স-এর বিশেষত্বকে ধারণ করে সবাইকে ব্লেসিংস দেওয়ার ক্ষমতাযুক্ত বিশেষ শক্তিশালী সেবাধারী ভবঃ

বিস্তার:- এখন তোমাদের মতন শক্তিশালী আত্মাদের সেবা-কার্য হলো, সবাইকে ব্লেসিংস দেওয়া। তা সে দৃষ্টি দ্বারাই হোক, কিম্বা মস্তক-মণি দ্বারা। যেমন সাকার বাবার লাস্ট কর্মাতীত স্টেজের সময় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছিলে-কি সুন্দর ব্যালেন্সের বিশেষতা ও আশ্চর্যজনক ব্লেসিং-এর ক্ষমতা। তোমরাও তেমনি বাবাকেই ফলো করো- কম সময়ে এটাই হবে সেবার সবচেয়ে সহজ ও শক্তিশালী

উপায়। এতে সময় যেমন কম লাগবে, পরিশ্রমও যথেষ্ট কম, অথচ ফল হবে সন্তোষজনক। অতএব আত্মিক স্বরূপে সবাইকে ব্লেসিং দিতে থাকো।

স্লোগান :- বিস্তারকে সেকেণ্ডে গুটিয়ে নিয়ে জ্ঞানের সারকে অনুভব করিয়ে 'লাইট-মাইট হাউস' হতে হবে।

. টীকা :- "তোতারাম"
তোতারাম নামে এক তোতা-পাখি ছিল এক ব্যক্তির। লোকটি যখন যা বলতো - পাখিও তার পুনরাবৃত্তি করতো। অথচ পাখি কিন্তু সেসব কথার অর্থ কিছুই বুঝতো না।
তেমনি ভক্তি-মার্গের লোকেদেরও অনেক কিছু কন্ঠস্থ থাকলেও, তার প্রকৃত অর্থ বা মর্মার্থ কিছুই বোঝে না তারা। ঠিক যেন ঐ তোতারাম-পাখির মতনই।
পরমাত্মা শিববাবা স্বয়ং এখন ধরায় এসেছেন, আত্মাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোর প্রকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে সাধারণ মনুষ্য থেকে দেবতা করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। কিন্তু এখানেও গড়-গড়িয়ে জ্ঞানের বাণী বলতে পারা বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেরই প্রকৃত ও যথার্থ ধারণাটুকুই নেই। আর ধারণাই যদি না আসে, সেক্ষেত্রে ধারণ করবেই বা কি প্রকারে ?